أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 114/ক)

www.motaher21.net

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلَ اللَّهُ

নিশ্চয় যারা গোপন করে আল্লাহ্ কিতাব হতে যা নাযিল করেছেন...

Those who conceal Allah's revelations in the book.....

সুরা: আল-বাক্বারাহ

১৭৪ থেকে ১৭৬ নং আয়াতে

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَ يَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۙ اُولٰٓئِكَ مَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ اِلَّا النَّارَ وَ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَ لَا يُزَكِّيْهِمْ ۪ وَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

মূলতঃ আল্লাহ তাঁর কিতাবে যে সমস্ত বিধান অবতীর্ণ করেছেন সেগুলো যারা গোপন করে এবং সামান্য পার্থিব স্বার্থের বেদীমূলে সেগুলো বিসর্জন দেয় তারা আসলে আগুন দিয়ে নিজেদের পেট ভর্তি করছে।.কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথাই বলবেন না, তাদের পত্রিতার ঘোষণাও দেবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَٰلَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ ۚ فَمَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ

এরা এমন লোক, যারা হিদায়াতের পরিবর্তে গোমরাহী এবং ক্ষমার বিনিময়ে শাস্তি ক্রয় করেছে। তারা আগুন সহ্য করতে কতোই না ধৈর্যশীল!

ذٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتٰبِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ

তাদের প্রতি শাস্তির হুকুম দেয়া হয়েছে এজন্য যে, মহান আল্লাহ্ই কিতাবকে সত্যরূপে নাযিল করেছেন। আর যারা কিতাব সম্বন্ধে মতভেদ করেছে, তারা চরম মতভেদে পড়ে আছে।

১৭৪ থেকে ১৭৬ নং আয়াতের তাফসীর:

মহান আল্লাহ্র আয়াত গোপন করার জন্য ইয়াহুদীদেরকে তিরস্কার করা হয়েছে

মহান আল্লাহ বলছেনঃ انالذينيكتمون ‘যারা গোপন করে’ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর রিসালাতের প্রতি প্রমাণ বহন করে, এমন যা কিছু মহান আল্লাহ কিতাব হতে অবতীর্ণ করেছেন, তা যারা গোপন করে। তাওরাতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর গুণাবলী সম্পর্কিত যেসব আয়াত রয়েছে সেগুলো যেসব ইয়াহুদী তাদের কর্তৃত্ব চলে যাওয়ার ভয়ে গোপন করে এবং সাধারণ ‘আরবদের নিকট থেকে হাদিয়া ও উপঢৌকন গ্রহণ করে এই নির্দিষ্ট দুনিয়ার বিনিময়ে তাদের আখিরাতকে খারাপ করে থাকে তাদেরকে এখানে ভয় দেখানো হয়েছে। যদি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নবুওয়াতের সত্যতার আয়াতগুলো, যা তাওরাতের মধ্যে রয়েছে, জনগণের মধ্যে প্রকাশ পায় তাহলে তারা তাঁর আওতাধীনে এসে যাবে এবং তাদেরকে পরিত্যাগ করবে, এই ভয়ে তারা হিদায়াত ও মাগফিরাতকে ছেড়ে পথভ্রষ্টতা ও শাস্তির ওপরেই সন্তুষ্ট হয়ে গেছে। তাদের দুষ্ট প্রকৃতির পণ্ডিত বা জ্ঞানীরা যে আয়াতগুলো গোপন করতো সেগুলোও জনসাধারণের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়ে। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আলৌকিক ঘটনাবলী এবং তাঁর নিষ্কলুষ চরিত্র মানুষকে তাঁর নাবুওয়াতের সত্যতা স্বীকারের প্রতি আগ্রহী করে তুলে। হাত ছাড়া হয়ে যাবে এই ভয়ে যে দলটি হতে তারা মহান আল্লাহ্র কালামকে গোপন রাখতো শেষে ঐ দলটি তাদের হাত ছাড়া হয়েই যায়। ঐ দলের লোক রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাতে বায় ‘আত গ্রহণ করে এবং মুসলিম হয়ে যায়। অতঃপর তারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে মিলিত হয়ে ঐ সত্য গোপনকারীদের প্রাণনাশ করতে থাকে এবং নিয়মিতভাবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। মহান আল্লাহ তাদের এই গোপনীয়তার কথা কুর’ আন মাজীদের বিভিন্ন জায়গায় বর্ণনা করেছেন। এখানেও বর্ণনা করেছেনঃ

﴿أُولٰٓئِكَ مَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ اِلَّا النَّارَ﴾ মহান আল্লাহ্র কথা গোপন করে তারা যে অর্থ উপার্জন করছে তা প্রকৃতপক্ষে আগুনের অঙ্গার দ্বারা তারা তাদের পেট পূর্ণ করেছে। মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا﴾

‘যারা অন্যায়ভাবে পিতৃহীনদের ধন সম্পত্তি গ্রাস করে, নিশ্চয়ই তারা স্বীয় উদরে অগ্নি ব্যতীত কিছুই ভক্ষণ করে না এবং সত্বরই তারা অগ্নি শিখায় প্রবেশ করবে।’ (৪ নং সূরা নিসা, আয়াত নং ১০)

সহীহ হাদীস রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

"الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة، إنما يُجَرْجرُ في بطنه نار جهنم".

‘যে ব্যক্তি সোনা-চাঁদির পাত্রে পানাহার করে সে তার পেটের মধ্যে আগুন ভরে থাকে।’ (হাদীসটি সহীহ। সহীহুল বুখারী ১০/৫৬৩৪, সহীহ মুসলিম ৩/১১৬৩৪, সুনান ইবনে মাজাহ ২/৩৪১৩, সুনান দারিমী-২/২১২৯, মুওয়াত্তা ইমাম মালিক-২/১১/৯২৪, মুসনাদে আহমাদ-৬/৩০১, ৩০২, ৩০৪, ৩০৬)

অতঃপর বলা হচ্ছেঃ ﴿وَ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَ لَا يُزَكِّيْهِمْ ۪ وَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ﴾ কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন না, বরং তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির মধ্যে জড়িত থাকবে। কেননা তাদের কৃতকর্মের কারণে মহান আল্লাহ্‌র ক্রোধ ও অভিশাপ তাদের ওপরে বর্ণিত হয়েছে এবং আজ তাদের ওপর হতে মহান আল্লাহ্‌র করুণা দৃষ্টি অপসারিত হয়েছে। তারা আজ আর প্রশংসার যোগ্য হয় নেই, বরং তারা শাস্তির যোগ্য হয়ে পড়েছে এবং তারা এর মধ্যেই জড়িত থাকবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

"ثلاثة لا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم]ولهم عذاب أليم [شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر".

‘তিন প্রকার লোকের সাথে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা ‘আলা কথা বলবেননা, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন না, আর তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। তারা হচ্ছে বয়োঃবৃদ্ধ ব্যভিচারী, মিথ্যাবাদী শাসক ও অহঙ্কারী ভিক্ষুক বা ফাকীর।’ (হাদীসটি সহীহ। সহীহ মুসলিম ১/১৭২/১০২, ১০৩, মুসনাদে আহমাদ ২/৪৮০) অতঃপর মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى﴾ তারা সুপথের বিনিময়ে ভ্রান্ত পথকে গ্রহণ করেছে। তাদের উচিত ছিলো তাওরাতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)সম্বন্ধে যেসব সংবাদ রয়েছে তা অজ্ঞদের নিকট পৌঁছে দেয়া। কিন্তু তার পরিবর্তে তারা সেগুলো গোপন করেছে এবং তারা নিজেরাও তাঁকে অস্বীকার করেছে ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। সুতরাং সেগুলো প্রকাশ করলে তারা যে নি ‘য়ামত ও ক্ষমা প্রাপ্তির অধিকারী হতো তার পরিবর্তে তারা কষ্ট ও শাস্তিকে গ্রহণ করে নিয়েছে।

অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন যে, তাদেরকে এমন বেদনাদায়ক ও বিস্ময়কর শাস্তি দেয়া হবে যা দেখে অবলোকনকারীরা হতভম্ব হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ্‌র কাছে আমরা এসব বেদনাদায়ক শাস্তি হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে যে, এরা মহান আল্লাহ্‌র কথাকে খেল-তামাশা মনে করেছে এবং মহান আল্লাহ যে কিতাব সত্য প্রকাশ করার জন্য ও অসত্য দূর করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছিলো তারা তার বিরোধিতা করেছে, প্রকাশ করার কথাকে গোপন করেছে। মহান আল্লাহ্‌র নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে শত্রুতা করেছে এবং তাঁর গুণাবলী গোপন করেছে, এসব কারণেই তারা শাস্তি পাওয়ার যোগ্য হয়ে পড়েছে। আর এ জন্যই মহান আল্লাহ বলেছেনঃ

ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ نزلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ

‘বাস্তবিকই যারা এই কিতাবের ব্যাপারে বিরোধ সৃষ্টি করেছে তারা মহান আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধাচরণে বহু দূর এগিয়ে গেছে।’

এর অর্থ হচ্ছে, সাধারণ লোকদের মধ্যে যত প্রকার বিভ্রান্তিরকর কুসংস্কার প্রচলিত আছে এবং বাতিল রীতি-নীতি ও অর্থহীন বিধি-নিষেধের যেসব নতুন নতুন শরীয়াত তৈরী হয়ে গেছে-এসবগুলোর জন্য দায়ী হচ্ছে সেই আলেম সমাজ, যাদের কাছে আল্লাহর কিতাবের জ্ঞান ছিল কিন্তু তারা সাধারণ মানুষের কাছে তা পৌঁছায়নি। তারপর অজ্ঞতার কারণে লোকদের মধ্যে যখন ভুল পদ্ধতির প্রচলন হতে থাকে তখনো ঐ জালেম গোষ্ঠী মুখ বন্ধ করে বসে থেকেছে। বরং আল্লাহর কিতাবের বিধানের ওপর আবরণ পড়ে থাকাটাই নিজেদের জন্য লাভজনক বলে তাদের অনেকেই মনে করেছে।

যেসব ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ মিথ্যা দাবী করে এবং জনগণের মধ্যে নিজেদের সম্পর্কে মিথ্যা ও বানোয়াট প্রচারণা চালায় এখানে আসলে তাদের সমস্ত দাবী ও প্রচারণার প্রতিবাদ করা হয়েছে। তারা সম্ভাব্য সকল উপায়ে নিজেদের পূত-পবিত্র সত্ত্বার অধিকারী হবার এবং যে ব্যক্তি তাদের পেছনে চলবে কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে তার সুপারিশ করে তার গোনাহ খাতা মাফ করিয়ে নেয়ার ধারণা জনগনের মনে বদ্ধমূল করার চেষ্টা করে এবং জনগণও তাদের একথায় বিশ্বাস করে। জবাবে মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেছেন, আমি তাদের সাথে কথাই বলবো না এবং তাদের পবিত্রতার ঘোষণাও দেবো না।

যারা জেনেশুনে সত্য ও রাসূলের গুণাবলী গোপন করে এবং স্বল্পমূল্যে বিক্রি করে তাদের শাস্তির কথা উল্লেখ করে আল্লাহ তা ‘আলা বলেন:

১. তারা যে অর্থ ভোগ করে তা জাহান্নামের আগুন।

২. আল্লাহ তা ‘আলা তাদের সাথে কথা বলবেন না।

৩. তাদেরকে পবিত্র করবেন না।

৪. তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

এসব লোকেরাই হিদায়াতের পরিবর্তে পথভ্রষ্টতাকে, ক্ষমার পরিবর্তে শাস্তিকে বদল করে নিয়েছে।

তারা উপরোক্ত শাস্তি ভোগ করবে এ কারণে যে, আল্লাহ তা ‘আলা যে সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছেন তা তারা অস্বীকার করেছে।

যারা কিতাবের ব্যাপারে মতানৈক্য করে কিছু অংশের ওপর ঈমান আনে আর কিছু অংশের সাথে কুফরী করে তারা সত্য হতে বিচ্যুত।

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. জেনেশুনে সত্য গোপন করা হারাম।

২. আহলে কিতাবের আলিমগণ যে পথ অবলম্বন করে সে পথ অবলম্বন করতে সতর্ক করা হচ্ছে।

৩. কুরআন নিয়ে মতানৈক্য করতে সতর্ক করা হচ্ছে।